Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৫ নভেম্বর, ২০১৯

৪২ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৪ নভেম্বর, ২০১৯, সোমবার, ১৮ কার্তিক, ১৪২৬

ধর্মীয় মেরুকরণের জন্যই এনআরসি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ নভেম্বর : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সদর-১ এরিয়া কমিটির ডাকে বর্ধমান শহরের পার্কাস রোডে এন.আর.সি নিয়ে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল বক্তা কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার বলেন—এন.আর.সি মানে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি। এই পঞ্জিতে ভারত ও ভারতের বাইরে থাকা ভারতের নাগরিকদের বিশদ বিবরণ উল্লেখ থাকবে।

১৯৯৫ সাল থেকে 'অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' অসম থেকে বিদেশি বিতাড়নের নামে ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিসাত্মক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে, ফলে বিপুল প্রাণহানি এবং সম্পত্তি নষ্ট হয়। ১৯৮৫ সালে অসম রাজ্য সরকার, কেন্দ্রের রাজীব গান্ধী সরকার এবং অল অসম স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনা ও চুক্তির ভিত্তিতে আন্দোলনের অবসান ঘটে। চুক্তিতে বলা হয় ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের আগে যারা অসমে এসেছে এবং বসবাস করছে তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং নাগরিক পঞ্জিকে সময়োপযোগী করা হবে। ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ আটকাতে সীমান্ত সুরক্ষিত করা হবে। সেই জাতীয় পঞ্জীকরণের কাজ আসামে শেষ হয় ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট। ১ সেপ্টেম্বর যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় অসমে বসবাস করা ১৯ লক্ষ ৬ হাজার নাগরিকের নাম বাদ গেছে, যার মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, বাকিটা মুসলিম সহ আদিবাসী মানুষ। এই নিয়ে সারা দেশে ঝড় ওঠে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ অসমের গৌহাটি এবং পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় এসে বলেছেন নাগরিক পঞ্জি সারা দেশে হবে, এতে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টানদের কোনো ভয় নেই, তারা নাগরিকত্ব পাবেই। সেজন্য নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হবে। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত সহ পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা বলছেন পশ্চিমবঙ্গের ২ কোটি অনুপ্রবেশকারী আছে, তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। আসলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। মানুষের হাতে পয়সা নেই। লক্ষ লক্ষ চাষি আত্মহত্যা করছেন দেনার দায়ে, ফসলের দাম না পেয়ে। কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাগুলো কেন্দ্রীয় সরকার বিক্রি

—এরপর চারের পাতায়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিকারিকদের হেনস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ নভেম্বর : র‍্যাগিং-এর শিকার অভিযোগকারীকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র হস্টেলে ঢোকাতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হলো এ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার ড. তোফাজ্জল হোসেনকে। গত ২৬ অক্টোবর আবাসিক খন্দকার সুজাউদ্দিন শাসক দলের মতদপুষ্ট ৪ জনের বিরুদ্ধে বর্ধমান সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগ পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির প্রদীপ কুমার রায় হস্টেলের সুপার নবকুমার মণ্ডল এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার সমেত সুজাউদ্দিনকে নিয়ে হস্টেলে যান। তাদের সামনেই বহিরাগত ছাত্র নিয়ে শাসক দলের দাদাগিরি আরও বেড়ে যায়। হেনস্তা হয়ে এ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিকে ফিরে যেতে হয়। অভিযোগকারী সুজাউদ্দিনকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে তারা আরও মানসিক নির্যাতন চালায়। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এই কাণ্ড চলে। এর ফলে পাশাপাশি হস্টেলের আবাসিকরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য নষ্ট হওয়া এবং পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় শহরের মানুষ নিন্দা করেছেন।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এস.এফ. আই পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। এর প্রতিবাদে ১ নভেম্বর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিতে যান সংগঠনের সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী, বিশ্বরূপ হাজরা, তারক মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উপাচার্য না থাকার কারণে তারা রেজিস্টারের কাছে যায়। তাঁরা দাবি করেছেন অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও হস্টেলের আবাসিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত গত ১৬-২৫ অক্টোবর টানা র‍্যাগিং করে শাসক দলের মদতপুষ্ট ছাত্ররা। সুজাউদ্দিনের অপরাধ দাদাগিরিতে মাথা নত করেনি। অভিযুক্তরা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন এমনকি প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়। অভিযুক্ত কামরুজ্জমান, হুমায়ুন কবির, সজল মণ্ডল ও চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীরা প্রকাশ্যেই ঘুরছে। এমনকি আধিকারিকরাও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

বাজি তৈরির মশলা উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৭ অক্টোবর : মেমারি থানার অন্তর্গত গৌরীপুর গ্রামে ৪/৫টি বাজি কারখানায় হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণে বাজি ও বাজি তৈরির কাঁচা মশলা বাজেয়াপ্ত করেছে মেমারি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে এদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এস.ডি.পি.ও আমিনুল ইসসলাম খান, সি.আই শ্যামল চক্রবর্তী এবং মেমারি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুদীপ্ত মুখার্জীর নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী অতর্কিতে হানা দেয় ওই বাজি কারখানাগুলিতে। উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে বাজি এবং বাজি তৈরির আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম। যার বাজারমূল্য

লক্ষাধিক টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে পুলিশ আসার খবর পেয়েই ঘটনাস্থল ছেড়ে চম্পট দেয় কারখানার মালিকেরা। পুলিশ ধরন হেমব্রম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে এবং বাজিগুলিকে মেমারি থানায় নিয়ে আসা হয়।

দুর্ঘটনায় চার পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২৮ অক্টোবর : কালীপুজোর দিন গভীর রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চার পুলিশকর্মীর। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ২নং জাতীয় সড়কে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার পালসিট ওভারব্রিজের কাছে। মৃতরা হলেন প্রবীর হাটি, বিশ্বজিৎ সামুই, বাদল সরকার এবং অনুপ বালা। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রবীর হাটি হুগলী জেলার রসুলপুর আর বিশ্বজিৎ সামুই একই জেলার আরামবাগের বাসিন্দা। অপর মৃত বাদল সরকারের বাড়ি বর্ধমান শহরের ইছলাবাদে। উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে অনুপ বালার বাড়ি। বর্ধমান পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন ড্রাইভার পদে থাকা এই চার পুলিশকর্মী। এদিন চার পুলিশকর্মীর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয় বর্ধমান হাসপাতাল পুলিশ মর্গে। দীপাবলিতে চার পুলিশ কর্মীর এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মৃত্যুতে জেলা পুলিশ মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মেমারি থানার গ্রামরক্ষী বাহিনীর পুজোয় আমন্ত্রিত ছিলেন এই চার পুলিশকর্মী। একটি চারচাকা গাড়িতে চড়ে এদিন রাতে তাঁরা মেমারি থানার পুজো দেখতে যান। খাওয়া-দাওয়া সেরে গভীর রাতে তাঁরা একই গাড়িতে চড়ে জাতীয় সড়ক ধরে বর্ধমান ফিরছিলেন। গাড়ি চালাচ্ছিলেন প্রবীর হাটি। পথে পালসিট ওভারব্রিজের কাছে পুলিশ কর্মীদের গাড়ির সঙ্গে বালি বোঝাই একটি লরির সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় চারচাকা গাড়িটি কার্যত দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অনুপ বালাকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভোরে অনুপ বালারও মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি আটক করে পুলিশ। বালির লরির চালক পলাতক। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আইনজীবী খুনে আততায়ী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ নভেম্বর : জামালপুরের মহিলা আইনজীবী মিতালী ঘোষের খুনের কিনারা হলো ৭ দিন পর। পুলিশ দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রতিবেশী দুজন প্রশান্ত ক্ষেত্রপাল এবং সুজিত ঘোড়ুইকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দোষীরা স্বীকার করেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে এ তথ্য জানান পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়।

বিবরণে জানা যায়। ডাব বিক্রেতা প্রশান্ত ক্ষেত্রফল এবং গাড়ির খালাসি সুজিত ঘোড়ুই চুরির উদ্দেশ্যে বাড়িতে ঢোকে পাঁচিল টপকে। সুযোগ বুঝে একা থাকা মিতালীদেবীকে গলা চেপে ধরে এবং বাড়ির ফুলের টব দিয়ে মাথায় পিছনে আঘাত করে। বাড়ির গচ্ছিত টাকা এবং গয়না চুরি করে হাত পা বাঁধা অবস্থায় রেখে চলে যায়। ৫৭ বৎসরের মিতালীদেবী একাই বাড়িতে থাকতেন। আরও জানা যায় ডাব বিক্রেতা প্রশান্ত ক্ষেত্রপাল মিতালীদেবীর পরিচিত। অনেকবার আঝাপুর বাড়ির গাছের ডাব পেড়ে বিক্রির জন্য নিয়ে যায়। পুলিশ দুজনকে অনুসন্ধান করে ধরে ফেলে। ২৭ অক্টোবর কালীপুজোর রাত্রিতে খুন হন পেশায় আইনজীবী মিতালী ঘোষ। তিনি বর্ধমান কোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন। পুলিশকে খুনের কিনারা করতে হিমসিম খেতে হয়। শেষে সাফল্য মেলে।

নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ অক্টোবর : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নৌবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বলাইচাঁদ দত্ত লিখিত 'Mutiny of The Innocents' গ্রন্থের বাংলা ভাষান্তর 'নিরপরাধদের বিদ্রোহ' পুস্তকটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া। স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্মভিটা পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার মেড়াল গ্রামে 'দত্ত রায়' পরিবারের কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ২৮ অক্টোবর। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবারের লক্ষ্মীকান্ত দত্তরায়, সুব্রজিৎ গুহ, রায়না থানার এ.এস.আই আবু সুফিয়ান, অধিক্রম সান্যাল সহ পরিবারের সদস্যরা। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় বিডিও সৌমেন বণিক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিবানন্দ পাল।

পুস্তকটির দাম করা হয়েছে ২০০ টাকা। বইটির বাংলা সংস্করণে দুষ্প্রাপ্য ছবি সহ প্রকাশে এগিয়ে আসেন শিক্ষাবিদ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, জহর সাঁই, শিবানন্দ পাল এবং দত্ত পরিবারের চন্দন দত্তরায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বলাইচাঁদ দত্ত লিখিত বইটি তাঁর স্ত্রী অনসূয়া দত্ত-এর কাছে মুম্বাইয়ে প্রেরিত হয়। বইটি তিনি পাঠ করে খুবই খুশি হয়েছেন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ওই বই হাতে একটি ছবি তিনি উদ্যোক্তাদের কাছে প্রেরণ করেন। সেই ছবিটি এখানে প্রকাশ করা হল। বলাইচাঁদ দত্ত-এর জন্মভূমি পূর্ব-বর্ধমান জেলার রায়না থানার মেড়াল গ্রাম। ১৯২৩ সালে তাঁর জন্ম, আর কয়েক বছর পর তাঁর শতবর্ষ পূর্ণ হবে। মেড়ালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে বলাইচাঁদ মেমারিতে পিসির বাড়ি যান। সেখান

থেকে ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন। তারপর পাটনা যান। পাটনা থেকে নৌবাহিনীতে যোগদান করার উদ্দেশে মুম্বাই যান। মাত্র ১৮ বছর বয়সে নৌবাহিনীতে যোগদান করার পর ১৯৪৬ ফেব্রুয়ারিতে নৌবিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর শাস্তি হয়। তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। পরের বছর ভারত স্বাধীন হলেও তিনি চাকরি ফিরে পান না। সাংবাদিকতার কাজ জুটিয়ে কোনও রকমে দিন যাপন করতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে মুম্বাইয়ে বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ পান এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সমাজসেবী হিসেবে অবসর জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯০৯ সালে তিনি মুম্বাইয়ে প্রয়াত হন। তাঁর স্ত্রী অনসূয়া দেবী মুম্বাইয়ে উচ্চ-আদালতে আইনজীবী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি এখনও জীবিত, বর্তমানে তাঁর বয়স ৯২ বছর।

নতুন চিঠি

৪ নভেম্বর, ২০১৯

ফের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সঙ্কট তীব্র হবে

গোপনে অগণতান্ত্রিকভাবে দেশের স্বার্থবিরোধী মেগা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন মোদী সরকার। বর্তমান থাইল্যান্ড সফরে এবিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। চূড়ান্ত রূপরেখা স্থির করার কাজ প্রায় শেষ। সম্ভবত আজ থাইল্যান্ডে রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ (আরসি ইপি) বৈঠকে এই চুক্তি সম্পাদন হতে পারে। এশিয়ার দশটি দেশ ও তার বাইরের ছয়টি দেশ, মোট ১৬টি দেশ 'আরসি ইপি' গোষ্ঠীর সদস্য। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কক-এর সংবাদপত্রগুলিতে এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেখানে জানিয়েছেন, ভারত সহ সকলের স্বার্থ রক্ষা হবে এই বাণিজ্য চুক্তিতে।

সারা দেশকে কার্যত অন্ধকারে রেখে, দেশের প্রায় সমস্ত কৃষক সংগঠনের আপত্তি, বিরোধীদের সব মতামত উপেক্ষা করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই আলোচনায় এগিয়েছেন। এই চুক্তির প্রতিবাদে আজ দেশজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ডাক দিয়েছে দেশের ২৫০টি কৃষক সংগঠন নিয়ে গঠিত সর্বভারতীয় কিষান সংঘর্ষ সমিতি। তারা তড়িঘড়ি এই চুক্তিতে সই করা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরত থাকার দাবি জানিয়েছে। তারা মনে করে এই চুক্তিতে ভারতের যোগদান দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। বর্তমানে দেশে কলকারখানায় (উৎপাদন শিল্পে) ও কৃষিতে তীব্র সঙ্কট চলছে। দেশের অর্থনীতিতে বিপুল ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বর্তমানে দেশে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ১৮ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। ওই চুক্তিতে আলোচনায় যোগদানকারী সব দেশেরও বাণিজ্যে ঘাটতি চলছে। কেন্দ্রের পূর্বতন সরকার দেশের বাজার অবাধ করে দেওয়ায় বর্তমানে দেশে বাণিজ্যে ঘাটতের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ফের এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতে সঙ্কট আরো তীব্র হবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। বর্তমান আর্থিক সঙ্কটে দেশের মানুষ কাজ হারাচ্ছেন, নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ায় বাজারে মন্দা নেমেছে। নতুন এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে দেশে কৃষি ও শিল্পে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সঙ্কট আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই তৈরি হবে। সেজন্য সকলে এই চুক্তির খসড়া সংসদে পেশ করে তা আলোচনার দাবি জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, কিছু দিনের মধ্যে সংসদ বসবে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন এই বাণিজ্য চুক্তির খসড়া রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করুক, আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। দেশে কাউকে কিছু না জানিয়ে এই চুক্তি নিয়ে বিদেশে নানা দেশগুলির মধ্যে আলোচনা চালিয়েছে মোদী সরকার। এই ধরনের বাণিজ্যে যারা অংশ নিয়ে থাকে তাদের কাছে সব গোপন রাখা হয়েছে। এমনকি দেশের রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গেও তারা কোনোও আলোচনার প্রয়োজন মনে করেনি। তাদের সরাসরি উপেক্ষা করা হয়েছে। এই জাতীয় পদক্ষেপ খুবই নিন্দনীয়।

বিজন বিকাশ ভট্টাচার্যের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ অক্টোবর : সিপিআই(এম) কালনা-২ এরিয়া কমিটি এলাকার শিক্ষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়াত নেতা বিজন বিকাশ ভট্টাচার্যের স্মরণসভা ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় বালিন্দর গ্রামে। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন। তাঁর স্মৃতিচারণা করেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ, সুধীর ঘটক, মন্টুচন্দ্র সাধুখাঁ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সিপিআই(এম) নেতা সনাতন টুডু। তার আগে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সুকুল শিকদার, করুণা ভট্টাচার্য, নবকুমার বাগ, শ্রীকুমার দুবে প্রমুখ। স্মরণসভায় বিজন বিকাশ ভট্টাচার্যের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বক্তারা।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতে প্রথম শ্রমিক সংগঠন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কোথায় সভা হয়?
২. ভারতবর্ষ কবে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং সভায় যোগদান করে?
৩. সারা ভারত কৃষকসভার সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন বড়শুলে কবে অনুষ্ঠিত হয়? এই সম্মেলন থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কারা নির্বাচিত হন?
৪. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র সর্বভারতীয় সম্মেলন কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
৫. ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কবে কাদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন?
৬. সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গদর' কবে কোথা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়? তাতে কী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল?
৭. জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলার সময় সেই বোমারু বিমানের কমান্ডার কে ছিলেন? তাঁর কবে মৃত্যু হয়?
৮. পলাশির যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়ার প্রধান সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ কবে কোথায় আত্মহত্যা করেন?
৯. টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকাটি দ্বিসাপ্তাহিক হিসাবে কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?
১০. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবে কোথায় জন্মান?
১১. রাষ্ট্রসংঘের শাখা ইউনেস্কো কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
১২. ভারতীয় রেডক্রশ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

নভেম্বর বিপ্লবে নারীর ভূমিকা

শিবানী পাল

পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রূপকার লেনিন, নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা ক্লারা জেটকিনকে বলেছিলেন—"নারী শ্রমিকরা বিপ্লবের সময় দারুন ভূমিকা রেখেছে। তারা না হলে আমরা জয়ী হতে পারতাম না।" এই বিপ্লব নিঃসন্দেহে অক্টোবর বিপ্লব বা নভেম্বর বিপ্লব। বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করতে নারীদের যে একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল লেনিনের উপরোক্ত কথাগুলিই তার প্রমাণ। বলশেভিক দলের মুখপত্র 'প্রভাদা'য় প্রকাশিত হয়েছিল—'বিপ্লবের প্রথম দিন নারী দিবস... নারীরাই সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছিল সৈন্যদের ভাগ্যে কী আছে। তারা ব্যারাকে যায়, সৈন্যদের সাথে কথা বলে এবং শেষে এসে বিপ্লবে যোগদান করে। নারী তোমাদের সেলাম জানাই।" দিনটি ছিল ৮ মার্চ-এর পরের দিন।

অক্টোবর বিপ্লব, যা রুশ-বিপ্লবের সমন্বিত রূপ, এক শতবর্ষ অতিক্রম করেছে কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা আজও উজ্জ্বল। অন্যান্য বিপ্লবের মতো এই বিপ্লবও একদিনে সংঘটিত হয়নি। বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতের শিকড় বহু আগেই রোপিত হয়েছিল। বিপ্লবের আগে রাশিয়ার জারের শাসনাধীনে সাধারণ মানুষ বিশেষত নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত অপমানজনক। তাদের কোনো স্বাধীনতাই ছিল না। পুরুষ তাদের সংসারের অন্যান্য সামগ্রীর চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করত না। স্ত্রী নির্যাতন তারা অধিকারের মধ্যে বলে গণ্য করত। নামমাত্র মজুরিতে কারখানায় ১৮ ঘন্টা অথবা তারও বেশি সময় কাজ করতে হতো। ১৮৯৭ সালের একটি প্রতিবেদনে জানা যায় সেখানে নারী শিক্ষার হার ছিল ১৩ শতাংশ। তাদের ভোটাধিকার ছিল না। নির্বাচনে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা। তবে ধনী পরিবারের মহিলাদের অবস্থা গরিবদের তুলনায় কিছুটা উন্নত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অভাবের তাড়নায় বা অন্য কারণে নারীরা বহু সংখ্যায় গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। এদের মধ্যে কেউ কারখানায় বিশেষত বস্ত্র কারখানায় আবার কেউ গৃহস্থালীর কাজে যোগ দেয়। শহরও তাদের পক্ষে আরামদায়ক ছিল না। তবুও পুরুষ শাসনাধীন থেকে মুক্ত হয়ে তারা কিছুটা স্বস্তিবোধ করেছিল। এই বিপুল সংখ্যক নারীই বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করতে সাহায্য করেছিল, যা স্বয়ং লেনিন স্বীকার করেছেন।

কারখানায় কাজ করার সময় তারা মালিকের শোষণ যন্ত্রণার শিকার হয়ে পড়ে। অত্যাচারিত হতে হতে তাদের মধ্যে ক্রমশ প্রতিবাদের স্পৃহা জেগে উঠতে থাকে। ব্যক্তিগত অসন্তোষ ধীরে ধীরে সামগ্রিক রূপ নেয়। ১৮৯০ সাল থেকেই বস্ত্র কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। নভেম্বর বিপ্লবের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের নেতাদের বিষয়টি নজরে আসে। সেই সময় যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন তাঁরা তো বটেই, সাধারণ অশিক্ষিত মহিলারাও নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের আশায় বিপ্লবী রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতি আগ্রহী হতে শুরু করেন এবং তা ধীরে ধীরে মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক চিন্তাধারা গড়ে তোলার জন্য শহরে মহিলাদের নিয়ে ছোট ছোট দল গঠন করে তাদের অভাব-দুঃখ-অত্যাচারের কথা শুনতেন এবং তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা করতেন। অনেক সময় এই সব মিটিং-এর জন্য তাঁরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও যেতেন। এইসব কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কনকরদিয়া নিকোলাভনা, সামোইলোভা, ক্লারা জেটকিন, নাদেজদা ক্রুপস্কায়া, ইনেসা আরমান্দ, আলেকজান্দ্রা কলনটাই সহ আরও অনেকে।

বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী নারী সৈনিক।

১৯১৭ সালের ৮ মার্চ ৪০,০০০ মহিলা রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডে এক ঐতিহাসিক মিছিল করে। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন রাশিয়ার প্রথম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞা, লীগ ফর উইমেনস্ ইকুয়াল রাইটস-এর সভানেত্রী পালিক্সেনাশিসখিনা লাভিয়েন। মিছিলের মূল দাবি ছিল নিজেদের জন্য খাদ্য, সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের সমাপ্তি। মিছিলের বহু নারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও তাদের নির্ভীকতা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। এই বছরই জুলাই মাসে বিশ বছর বয়স্ক মহিলারা ভোটাধিকার পায় এবং তা প্রয়োগ হয় নভেম্বরের গণপরিষদের নির্বাচনে। তাদের প্রতিবাদ এখানেই থেমে থাকেনি। প্রায়ই ছোট-খাটো বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং মিছিল হতে থাকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত, যা নভেম্বর বিপ্লবকে পুষ্টি লাভ করতে সাহায্য করেছিল।

রাশিয়ায় মহিলাদের মধ্যেও বলশেভিক এবং মেনশেভিক দুটি ভাগ ছিল। বলশেভিক নারী সংগঠন সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধবিরোধী এবং নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। তাই বিপ্লবের পরে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের সময়ও তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিল। বলশেভিক সরকার নারীর এই অবদান ভোলেননি। তাঁরা মহিলাদের স্বার্থানুযায়ী বহু পরিবর্তন আনেন। আলোকজান্দ্রা নিকোলাই এই সরকারের মন্ত্রী এবং পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে নারী-পুরুষের

—এরপর চারের পাতায়

দক্ষিণ দামোদরের স্বাধীনতা সংগ্রামী : চারুচন্দ্র দত্ত

রীনা মিত্র

(পর্ব-৭)

স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ দামোদরের রায়না-র ভূমিকা দেশবাসীর মনে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন দক্ষিণ দামোদরের অধিবাসী। রায়নার বহু ব্যক্তি পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার কাজে সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার কথা অনেক পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

২৯ জুন ২০০৬ তারিখে বর্ধমান থেকে প্রকাশিত 'বর্তমান' পত্রিকায় একটি শিরোনাম ছিল 'রায়নার আই.সি.এস. চারুচন্দ্র দত্ত গোপনে বিপ্লবীদের অকাতরে অর্থ দিতেন।" ওই শিরোনামে লেখক জয়ন্ত সোম-এর লেখা প্রথম প্যারাগ্রাফটি হলো—

"আই.সি.এস হয়েও নিজেকে গোপন রেখে বিপ্লবীদের অকাতরে অর্থ দিতেন, তাঁর নাম জানেন কি? তিনি আমাদের বর্ধমানের গৌরব। দক্ষিণ দামোদরের রায়নার মেড়াল গ্রামের অধিবাসী চারুচন্দ্র দত্ত। ব্রিটিশের উচ্চপদে চাকরি বজায় রেখেও তাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিপ্লবীদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জুগিয়েছিলেন আমৃত্যু।

চারুচন্দ্র দত্ত

বিপ্লবীদের সাহায্য করার সুযোগ তিনি কী করে পেলেন? কোন গোপন আড্ডায় তিনি অকাতরে অর্থ দান করতেন? সে কথাই আজ বলব।"

শিরোনামের শুরুটি পাঠ করেই চারুচন্দ্র দত্তকে জানবার অধিক আগ্রহ দেখা দেয়। রায়নায় চারুচন্দ্র দত্ত একটি সর্বজনপরিচিত নাম। লোকে বলে চারু দত্ত। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন মতান্তরে ১৫ জুন চারুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রায়নার প্রত্যন্ত গ্রাম মেড়ালের বাসিন্দা চারুচন্দ্রের বাবার নাম কালিকাদাস। কালিকাদাস কোচবিহার মহারাজের দেওয়ান পদে কাজ করতেন। কোচবিহারেই চারুচন্দ্রের শৈশব ও বাল্যকাল কাটে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। স্কুলের পড়া শেষ হলে তাঁর বাবা তাঁকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করেন। এখান থেকে বি.এ. পাশ করে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে চারুচন্দ্র বিলেতে যান আই.সি.এস. পড়তে। এই পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

বাংলার সর্বত্র যখন বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেই সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সুবোধ মল্লিকের বাড়িটি ছিল বিপ্লবীদের পীঠস্থান। সেই বাড়িতে যাতায়াতকালীন পরিচয়সূত্রে সুবোধ মল্লিকের বোনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। চারুচন্দ্র তখনও ছাত্র ছিলেন। এই বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ,

—এরপর চারের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

নোবেল পুরস্কার ২০১৯

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিকিৎসাবিজ্ঞান :

সেই কোন ছেলেবেলায় স্কুলপাঠ্য বইয়ে পড়েছি বাতাসে পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন। অক্সিজেন প্রতিটি জীবের প্রাণবায়ু। আর একটু উঁচু ক্লাসে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে প্রাণীকোষে রয়েছে মাইটোকনড্রিয়া। মাইটোকনড্রিয়া কোষের শক্তিকেন্দ্র। প্রাণীরা যে খাবার গ্রহণ করে, অক্সিজেনের সাহায্যে সেই খাবারকে পাচিত করে কোষে কোষে শক্তি যোগায় মাইটোকনড্রিয়া। জার্মান বিজ্ঞানী অটো ওয়ারবার্গ এই কাজের জন্য ১৯৩১ সালে নোবেল পুরস্কার পান। কোষের মধ্যে বিশেষ এনজাইম এই কাজ পরিচালনা করে। বিজ্ঞান এখানেই থেমে থাকে না, বিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জাগে কীভাবে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অক্সিজেন কতটা দরকার। কম বা বেশি অক্সিজেন থাকলেই বা কী হবে। কোষ কীভাবে অক্সিজেন চিহ্নিত করবে ইত্যাদি শত প্রশ্ন। আমাদের শরীরে ঘাড়ের দুইদিকে রয়েছে ক্যারোটিড গ্রন্থি। এই গ্রন্থির কোষগুলির বিশেষ কাজ হল কোষে অক্সিজেনের মাত্রা নির্ধারণ করা। অক্সিজেন কমে গেলে এরিথ্রোপইটিন (EPO) নামক বিশেষ এনজাইম তৈরি হয়। এই এনজাইমের কাজ হল রক্তে অতিরিক্ত লাল কণিকা তৈরি করা। যদিও EPO এনজাইমের উৎস যকৃৎ, প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রা নির্ধারণ করতে অন্যান্য পেশী কলা বা কোষে এর উপস্থিতি রয়েছে। অক্সিজেনের মাত্রা কম হলে বিপাক ক্রিয়া চালু রাখতে অতিরিক্ত লোহিত কণিকা বা রক্ত কণিকা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এঞ্জিওজেনেসিস। বিশেষ করে ক্যানসার আক্রান্ত কোষ বা টিউমারে এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত অক্সিজেন যোগানের চাহিদা তৈরি হয়। বিশেষ ড্রাগের ব্যবহারে এই বৃদ্ধি বন্ধ করায় ক্যানসারের চিকিৎসা। বর্তমান আবিষ্কার তাই ক্যানসার চিকিৎসায় যুগান্তকারী। এছাড়াও রক্তাল্পতা, হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সাফল্য আনবে বলেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

এই এনজাইমের গঠনপ্রকৃতি ও অক্সিজেনের মাত্রা নির্ধারণে এর ভূমিকা আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী উইলিয়াম কেলিন ও দুই ব্রিটিশ গ্রেগ সেমেনজা ও পিটার র‍্যাটক্লিফ। বিজ্ঞানী উইলিয়াম কেলিন (জন্ম ১৯৫৭) বর্তমান হাওয়ার্ড হিউগস মেডিকেল ইনস্টিটিউটে, মেরিল্যান্ডে কর্মরত। পিটার র‍্যাটক্লিফ (জন্ম ১৯৫৪) ফ্রান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউট লন্ডন ও টার্গেট ডিসকভারি ইনস্টিটিউট, অক্সফোর্ডের ডিরেক্টর। গ্লেগ সেমেনজা (জন্ম ১৯৫৬) জন হপকিন্স ইউনির্ভাসিটিতে অধ্যাপনায় যুক্ত।

পদার্থবিজ্ঞান :

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। বিজ্ঞানী আইস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরণগুলি সমাধান করতে গিয়ে রাশিয়ান বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্রেডম্যান জানালেন এই মহাবিশ্ব সত্যিই প্রসারিত হচ্ছে। তার অর্থ দাঁড়ায় মহাবিশ্বের বস্তুরাজি অনন্তকাল আগে ঘনীভূত অবস্থায় ছিল। এই বস্তুপিণ্ডের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা ছিল অসীম। মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এক অনন্ত বিকিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই বিকিরণের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমেছে, জন্ম দিয়েছে আজকের প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন। অতি অল্প তাপমাত্রার অবশিষ্ট বিকিরণ এখনো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে। ১৯৪৬ সালে বিজ্ঞানী পেনজিয়াস ও উইলসন রেডিও তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ করেই এই বিকিরণ আবিষ্কার করে বসেন। কসমোলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন নামে পরিচিত এই বিকিরণ মহাবিস্ফোরণের বহু তত্ত্ব-তালাশ দিতে পারে বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অতিকায় টেলিস্কোপ দিয়ে খোঁজ চলছিল সদ্য বিস্ফোরণ হয়েছে এমন কোনো নক্ষত্র যদি পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় সুপারনোভা। সুপারনোভার গতি প্রকৃতি থেকেই বোঝা যেতে পারে মহাবিশ্ব কীভাবে

বাড়ছে বা কোন নিয়মে এই বৃদ্ধি একদিন থেকে যেতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, দেখা গেল মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছেই শুধু নয়, বেশ দ্রুততার সঙ্গেই এই প্রসারণ ঘটছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এই প্রসারণ একদিন মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রশমিত হবে। ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব স্থিতিশীল হয়ে, শুরু হবে সঙ্কোচনের পালা। কিন্তু না, দেখা গেল সঙ্কোচন নয় বেশ ত্বরিত গতিতে এই বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। প্রশ্ন হল এই প্রসারণের শক্তি আসছে কীভাবে। গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই সৃষ্টিতত্ত্বের এই সব জটিল প্রশ্ন নিয়ে গবেষণায় ছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস পিবলস্। তাঁর ব্যাখ্যা এই বিশ্বের দৃশ্যমান জগত—ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বা সূর্য, গ্রহ, তারার বিপুল সম্ভার মাত্র পাঁচ শতাংশ; বাকি ছাব্বিশ শতাংশ ডার্ক ম্যাটার ও উনসত্তর শতাংশ ডার্ক এনার্জি, যা এখনো অনাবিষ্কৃত। অত্যাধুনিক মহাকাশ গবেষণায় উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে বিগত এক দশক ধরে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মিশেল মেয়া (জন্ম ১৯৪২) ও ডিডিয়ের কেলজের আবিষ্কার নতুন সৌরজগত। ১৯৯৫ সালের ৬ অক্টোবর ঘোষণা করেন এক নতুন গ্রহের অস্তিত্ব, বৃহস্পতির মাপের এই অতিকায় গ্রহ প্রায় পঞ্চাশ আলোকবর্ষ দূরে পেগাসি নামের এক নক্ষত্রকে পরিক্রমা করছে। এমনটা যে হওয়া সম্ভব তা বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু হাতেনাতে প্রমাণ করা কঠিন কাজ। আর তাই প্রমাণ করে দেখালেন বিজ্ঞানী মেয়া ও কেলজ। এ পর্যন্ত চার হাজারেরও বেশি এমন গ্রহের খবর জানা গেছে। সৌরজগতের বাইরে বলে এদের নাম বহি-গ্রহ বা এক্সো-প্ল্যানেট। সৃষ্টিতত্ত্ব ও নতুন নতুন সৌরজগত আবিষ্কারের স্বীকৃতিতেই পদার্থবিজ্ঞানে এবছরে নোবেল পুরস্কার পেলেন আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস পিবলস্ (জন্ম ১৯৩৫) এবং সুইডিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদ্বয় মিশেল মেয়া (জন্ম ১৯৪২) ও ডিডিয়ের কেলজ (জন্ম ১৯৬৬)

রসায়ন :

কাহিনির শুরু ১৭৯৯ সাল। আলেকজান্দ্রো ভোল্টা তামা আর জিঙ্ক ধাতুর ছোট্ট পাতের মাঝে লবণ জলে ভেজানো কাপড়ের বা কাগজের টুকরো দিয়ে প্রথম ব্যাটারি তৈরি করেন। এমন এক জোড়া ধাতব পাতে ০.৭৬ ভোল্ট শক্তি সঞ্চিত থাকে। বিজ্ঞানী ভোল্টা-র নাম স্মরণীয় রাখতে বিদ্যুৎ শক্তির একক ভোল্ট। কিছুদিন আগেও ব্যাটারি বলতে আমরা বুঝেছি রেডিওর ব্যাটারি, টর্চের ব্যাটারি। কয়েকদিন ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া। পাশাপাশি বিভিন্ন মাপের লেড-অ্যাসিড ব্যাটারি বারবার ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে মোটরগাড়িতে স্টার্টার হিসেবে এই ব্যাটারির ব্যবহার বেশি, প্রয়োজনমতো রিচার্জ করে নিতে হয়। ব্যাটারির ভেতরে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ থাকে, রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে তড়িৎ শক্তি পাওয়া যায়। প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে, ব্যাটারির বিবর্তন হয়েছে। আজকের মোবাইল, ল্যাপটপ বা নানান ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার হচ্ছে রিচার্জেবল লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। লিথিয়াম সবচেয়ে হালকা ধাতু। গত শতাব্দীর মাঝের দশক থেকেই নতুন গাড়ির ব্যবহার বাড়তে থাকে, পেট্রোল-ডিজেলের চাহিদাও বাড়তে থাকে। সঞ্চিত তেলের ভাণ্ডার একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই বিকল্প শক্তির কথা ভাবনায় আসে। এছাড়াও গাড়ির ধোঁয়া বড় শহরগুলিতে ধোঁয়াশার অন্যতম কারণ বলে বিজ্ঞানীরা বিকল্প শক্তির কথা ভাবতে শুরু করেন। বহুজাতিক তেলসংস্থা এক্সন মৌলিক গবেষণার উদ্যোগ নেয়। বিজ্ঞানী স্ট্যানলি হুইটিংহাম (জন্ম ১৯৪১) পরীক্ষা করে বার করেন ধনাত্মক পাতে টাইটেনিয়াম ডাই-সালফাইড ও ঋণাত্মক পাতে লিথিয়াম ব্যবহার করলে ব্যাটারির তড়িৎশক্তি অনেকখানি বাড়ে। লিথিয়াম তীব্র ক্ষার ধাতু, মুক্ত বাতাস কিংবা জলের সঙ্গে তীব্র বিক্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটায়। লিথিয়ামের সাথে এ্যালুমিনিয়াম যুক্ত করে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কমল। জন গুডএনাফ তাঁর অনুসন্ধিৎসা কাজে লাগিয়ে প্রথমেই ধনাত্মক পাতের ধাতব সালফাইড বদলে লিথিয়াম-কোবল্ট অক্সাইড ব্যবহার করলেন। ব্যাটারির ভোল্টেজ দুই থেকে বেড়ে হল চার ভোল্ট। ১৯৮০ সালে তিনি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে এলেন জাপানের বিজ্ঞানী আকিরা ইয়োসিনো (জন্ম ১৯৪৮)। জাপান ইলেকট্রনিক শিল্পে উন্নত দেশ। তাদের ভিডিও ক্যামেরা, কডলেস টেলিফোন, কমপিউটার ইত্যাদি নানান যন্ত্রে হালকা অথচ বেশি শক্তির ব্যাটারি দরকার। আকিরা ইয়োসিনো ধনাত্মক পাতের ধাতব লিথিয়ামের বদলে পেট্রোলিয়াম কোক-লিথিয়াম ব্যবহার করলেন। পেট্রোলিয়াম কোক খনিজ পেট্রলের উপজাত পদার্থ। এর সুবিধা হল লিথিয়াম আয়ন ইলেকট্রলাইটের মধ্যে অন্য কোন পদার্থের সাথে কোন বিক্রিয়া করে না। ঋণাত্মক পাত হতে অব্যবহৃত ও অবিচ্ছন্ন গতিতে ইলেকট্রন ধনাত্মক পাতের দিকে এগোতে থাকে, ব্যাটারির কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়। ঠিক এই কারণেই লিথিয়াম ব্যাটারির সাম্প্রতিক নাম হল লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির শক্তি যেমন বেশি তেমনি শতবার রিচার্জ করেও এর কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতিতেই এবছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন স্ট্যানলি হুইটংহ্যাম, জন গুডনাফ ও আকিরা ইয়োসিনো।

জলবায়ু ধর্মঘটের প্রাসঙ্গিকতা

রামপ্রণয় গাঙ্গুলী

"তোমরা বড়রা কী করছো? আমাদের জন্য কী জলবায়ু রেখে যাচ্ছো? তোমাদেরটাই যেন শেষ প্রজন্ম না হয়, আওয়াজ তুলব মোরা বিশ্বময়।" কথা-ক'টি নেওয়া সুইডেনের ষোড়শ বর্ষীয়া ছাত্রী 'গ্রেটা থুর্নবার্গে'র বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ থেকে। গত বছরের (২০১৮) আগস্ট মাস থেকে প্রতি শুক্রবার যে স্কুল কামাই করে প্ল্যাকার্ড হাতে বসে থাকতে শুরু করে সুইডিশ পার্লামেন্টের সামনে। ক্রমশ গড়ে ওঠে 'ফ্রাইডে ফর ফিউচার (FFF)' নামে সংগঠন। তাদের আওয়াজ ক্রমশ দেশের সীমান্ত ভেদ করে সত্যিই ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়, শেষমেশ রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর পর্যন্ত।

জলবায়ু পরিবর্তনের ছাপ পড়তে শুরু করেছে জনজীবনে—উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল, সমস্ত দেশেই। কেননা উষ্ণায়ণের কুফলকে কোনো দেশের প্রাচীর দিয়ে ঠেকানো যায় না। এই আন্দোলন চলাকালেই পৃথিবীর ফুসফুস— বর্ষণ-বনানী (Rain forest) 'আমাজন'-এ প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠেরাদের দ্বারা ঘটানো হয় সর্বকালের বৃহৎ মর্মান্তিক বহু প্রাণঘাতী অগ্নুৎপাত। প্রাচীন আদিবাসী জনজাতি সহ যেখানে ত্রিশ লক্ষ প্রাণী প্রজাতির বসবাস। স্টকহোম (১৯৭২) থেকে শুরু করে ব্রাজিলের (দক্ষিণ আমেরিকা) রিও ডি জেনেরিও হয়ে পোল্যান্ড (১৯১৯) সামিট পর্যন্ত ফি বছর বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন আয়োজিত হলেও আই.পি.সি.সি-র প্রস্তাবমতো কার্বন নির্গমণকে যথোচিত নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কারণে শিল্পায়ন (১৮৫০) -পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বর্তমানে প্রাচীন বাসযোগ্য একমাত্র সবুজ গ্রহটির তাপমাত্রা ১.৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধির আশংকায় দিন গুনছেন কমবেশি ৭৫০ কোটি বিশ্ববাসী। সমস্ত সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে কিয়োটো প্রোটোকলের মতোই প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (২০১৫)তে সই করেনি সর্ববৃহৎ কার্বন নির্গমণকারী দেশ আমেরিকা। এমতাবস্থায় জলশূন্যতার আতঙ্ক গ্রাস করছে ভারতের রাজধানী শহর দিল্লি সহ ২১টি শহরকে। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে ২০২৫-এর মধ্যে এই আতঙ্ক গ্রাস করবে আমাদের রাজ্যকে। এবারের বর্ষায় উত্তরবঙ্গে যখন বন্যা তখন দক্ষিণবঙ্গে জলাভাব (দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল ৪৬ শতাংশ), দু'দিকে দামোদরের ক্যানেল থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডারে (গলসী-১ ও ২ ব্লক) অনেকটা চাষ হয়েছে অত্যন্ত মহার্ঘ ভূগর্ভস্থ মিঠাজল তুলে। আউসগ্রামে ধানজমিতে সবুজ আগাছার রাশি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কপাল চাপড়ানো চাষিদের দিকে। মার খেয়েছেন পাট কাটতে না পারা কালনা-কাটোয়ার পাটচাষিরা। দুর্গাপুর ব্যারেজের পলি না তোলায় (১০,২৩৭ মিলিয়ন ঘনমিটার, যা মোট আয়তনের ৩৫ শতাংশ) চাষের জলের প্রয়োজনের সময় থাকছে জলাভাব, যেজন্য শিল্পাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহেও সঙ্কট তৈরি হচ্ছে। আর অসময়ে অতিবৃষ্টির জল ধরে রাখার ক্ষমতা না থাকায় ব্যারেজ নিসৃত বৃষ্টির জল বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রে, বাড়ছে নোনা জলের উচ্চতা, গ্রাস করতে শুরু করেছে উপকূলবর্তী এলাকা তথা সুন্দরবনকে।

এমতাবস্থায় ২০-২৭ সেপ্টেম্বর ফ্রাইডে ফর ফিউচারের পক্ষ থেকে জলবায়ু ধর্মঘটের ডাক দেওয়া, বিশ্বজুড়ে যাতে সাড়া দিয়েছেন ১৫০-এরও বেশি দেশের প্রায় অর্ধকোটি মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে আলোচনাসভা, র‍্যালি, পথসভা, হাটসভা, পোস্টারিং, হ্যান্ডবিল প্রভৃতির মাধ্যমে এই কর্মসূচিতে নিম্নলিখিতভাবে অংশগ্রহণ করা হয়— পূর্ব বর্ধমানের কালনায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, সিমলন এ. কে বিদ্যামন্দির, সাতগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, মহিষমর্দিনী গার্লস ইনস্টিটিউশন, সোন্দলপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বাদলা গার্লস হাইস্কুল, বাদলা উচ্চ বিদ্যালয়, মহিষমর্দিনী বয়েজ ইনস্টিটিউশন, সিমলন সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়)। ভাতার (ভাতার হাই স্কুল, বলগোনা বয়েজ হাই স্কুল, নাসিগ্রাম গার্লস হাইস্কুল) জলসংকট প্রতিরোধে আমাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনাসভার পর ভাতার বাজার থেকে স্টেশন পরিক্রমা করে কয়েকশত ছাত্রছাত্রী। বিজ্ঞানমঞ্চের নেতৃত্বে কাটোয়া (ওকড়শা উচ্চবিদ্যালয়), মেমারি পরিক্রমা, সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ ৪টি পথসভা হয়। গস্তার বি.এম. উচ্চ বিদ্যালয়ে সেমিনার হয়)। সদর (সামন্তী হাই স্কুল ও হাটগোবিন্দপুর হাইস্কুল), বর্ধমান শহরের (ইছলাবাদ বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয়) ও গলসি (বাক্তা জুঃ হাই, বুদবুদ হিন্দি হাই, কুলগড়িয়া হাই মাদ্রাসা), যাটিনন্দি হাইস্কুল, খেতুড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, মহড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলসি উচ্চ বিদালয়ের এন.সি.সি. ক্যাডেটদের মধ্যে যেখানে দক্ষিণবঙ্গের ৭টি কলেজ, ২০টি স্কুল ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা ছিলেন। পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা (আমলাজোড়া হাইস্কুল, পানাগড় বাজার হাইস্কুল, পানাগড় রেলওয়ে কলোনি হাইস্কুল, ডাঙ্গালবসুধা এম.এস.কে, রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ, রানীগঞ্জ বাজার), আসানসোল (কন্যাপুর হাইস্কুল, অরুণোদয় বিদ্যালয়), বার্ণপুর (ছোটদিঘারী বিদ্যাপীঠ), দুর্গাপুর (এ.বি.এল. টাউনশিপ) ও ইস্পাত (নতুনগঙ্গা উঃ মাঃ বিদ্যালয়, ইছাপুর উঃ মাঃ বিদ্যালয়, মেঘনাদ সাহা উঃ মাঃ বিদ্যালয়, এন. আই.টি-তে ছাত্রছাত্রীরা র‍্যালি করে। মোট অংশগ্রহণ ছিল দশ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানমঞ্চের কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

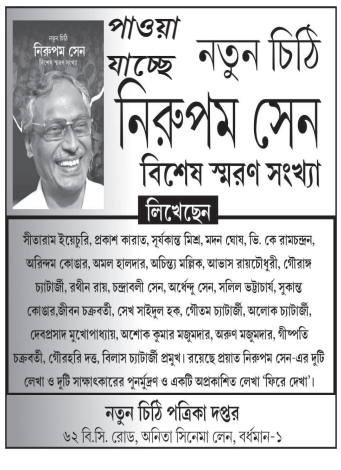

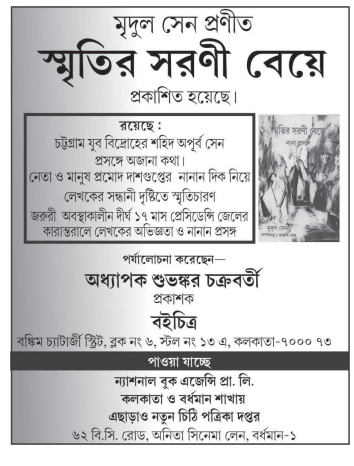

রোগমুক্তির ভরসা না পেয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ অক্টোবর : দীর্ঘ চিকিৎসার পরও রোগমুক্তির কোন ভরসা না পেয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিল এক ব্যক্তি। রেলপুলিশ তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছে। ঘটনাটি ঘটে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ কাটোয়া-ব্যান্ডেল রেল লাইনের অম্বিকা কালনা ও বাঘনাপাড়া স্টেশনের মাঝে। আহত ব্যক্তির নাম ইমানুর সেখ (৪৮), বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার ভবানীপুর গ্রামে। আহতের স্ত্রী দাসীলা বিবি জানান, তাঁর স্বামী পেশায় তাঁত শিল্পী দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ স্নায়ু রোগে ভুগছেন। স্থানীয় তো বটেই ভিন রাজ্যে চিকিৎসা করিয়েও রোগের উপশম হয়নি, সেজন্য আরও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

ধর্মীয় মেরুকরণের জন্যই এনআরসি

—প্রথম পাতার পর

অথবা বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে, বি.এস.এন.এল, রেল, বিমান, খনি, সবই আদানি-আম্বানিদের হাতে দিয়ে দিচ্ছে। দেশটা বিক্রি করার জন্য আর সি ই পি চুক্তি হচ্ছে। ফলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে, মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছে। মানুষ যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানাতে না পারে তার জন্যই ৩৭০ ধারা বাতিল, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন এবং এন.আর.সি।

সভায় কৃষক নেতা গণেশ চৌধুরী এবং মেহবুব আলমও বক্তব্য রাখেন সভাপতিত্ব করেন দেবু রায়।

৩ নভেম্বর মাধবডিহি সিপিআই(এম) রায়না-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে একই বিষয়ে আর একটি সমাবেশে এন.আর.সি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা অমল হালদার।

গত ১৯ ও ২০ অক্টোবর এন.আর.সি সহ কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গলসী-১ ও ২নং এরিয়া কমিটির বুদবুদ, গলসী ও খানা জংশনে একটি প্রতিবাদসভায় বহু প্রতিবাদী মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য সৈয়দ হোসেন, জেলা কমিটির সদস্য কমল সরকার ও স্থানীয় নেতৃত্ব দেলোয়ার হোসেন, শিশির কেশ, সাইফুল হক, রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, নাড়ুগোপাল যশ, অমিতাভ মণ্ডল ও বিশ্বনাথ দাস সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন মতিয়ার রহমান ও জেলা খেতমজুর নেতা কাজী জাফর আলি।

কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় নাগরিকপঞ্জির নামে দেশে যা চালু করতে চাইছে তা উস্কানি ও চরম অভিসন্ধিমূলক। জাতপাতের ধুয়ো তুলে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে দেশবাসীকে সব সময় বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত রাখা। কারণ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন তলানিতে যে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের থেকেও খারাপ অবস্থা। তাই মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতেই এই জাতীয় নাগরিকপঞ্জির বিপদ আমদানি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণাগার থেকে এর পর কী বিপদ আমদানি হবে তা জানা নেই। বুধবার সিপিআই(এম) কালনা-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এন.আর.সি-র প্রতিবাদ সভা হয়। মেদগাছি বাজারে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য অঞ্জু কর, সুকুল শিকদার, মধুসূদন সিংহরায় প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন নির্মল সিংহরায়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি Anarul Haque Sekh, S/o Abdul Haque Sekh ছোটনীলপুর, বাহিরপাড়া, পোঃ শ্রীপল্লী, থানা বর্ধমান সদর, জেলা পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম Anarul Haque Sekh, S/o Abdul Haque Sekh যা আমার ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার প্যান কার্ডে ভুলবশত Anarul Hoque, S/o Abdul Hoque লিপিবদ্ধ হয়েছে। Anarul Haque Sekh, S/o Abdul Haque Sekh ও Anarul Hoque, S/o Abdul Hoque Sk. এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯২০ সালের ৩১ অক্টোবর, বোম্বাই-এ। ২. ১৯৪৫ সালের ৩০ অক্টোবর। ৩. ২০তম সম্মেলন ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ১৯৬৯। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে এ.কে. গোপালন এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার। ৪. ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর ১৯৬৪ সাল, কলকাতায়। ৫. ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর, নিজ দেহরক্ষী বিয়ন্ত সিং এবং সতবন্ত সিং। ৬. সান ফ্রান্সিসকো থেকে ১৯১৩ সালের ১ নভেম্বর, বিজ্ঞাপন—"ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তোলার জন্য বীর সৈনিক চাই। বেতন—মৃত্যু; পুরস্কার—শহিদত্ব; বৃত্তি—স্বাধীনতা। সমরাঙ্গণ—ভারতবর্ষ।" ৭. পলওয়ার ফিল্ড টিবেটস্, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর। ৮. ১৭৭৪ সালের ২ নভেম্বর লন্ডনে। ৯. ১৮৩৮ সালের ৩ নভেম্বর। ১০. ১৫৪৭ সালের ৪ নভেম্বর, বর্ধমান জেলার রায়না থানার দামুন্যায়। ১১. ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর। ১২. ১৯২০ সালের ৫ নভেম্বর।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষাবন্ধু সমিতির জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাদা, বর্ধমান, ৩ নভেম্বর : নিখিলবঙ্গ শিক্ষাবন্ধু সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ৩য় সম্মেলন বর্ধমান রামাশীষ হিন্দি হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্ব প্রণব আইচ।

১৯ জনের একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন সঞ্জীব কুমার রায় ও প্রণব মণ্ডল। ন্যূনতম ২১,০০০ টাকা বেতন এবং ৬০০০ টাকা পেনশনের দাবি ওঠে। দাবি ওঠে সুপ্রিম কোর্টের মান্যতা দেওয়া। ৮ জানুয়ারি ২০২০র ধর্মঘটকে সামনে রেখে বক্তব্য রাখেন রাজ্য নেতৃত্ব নন্দদুলাল দাস ও সি.আই.টি.ইউ নেতা অভিজিৎ কোঙার।

নভেম্বর বিপ্লবে নারীর ভূমিকা

—দুয়ের পাতার পর

সমানাধিকার স্বীকৃত হয়।

রুশ বিপ্লবে নারীর ভূমিকা এটাই প্রমাণ করে যে—এঁরা শুধু জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেও তাঁদের লড়াই ছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক এই অপ-ব্যবস্থাকে সংশোধনের জন্য তারা ছিলেন মরিয়া। তাদের আন্দোলন সফলতা লাভ করেছিল কয়েকজন বলশেভিক মহিলা নেত্রী এবং লেনিনের সক্রিয় ভূমিকায়। আজ থেকে ১০২ বছর আগে নারী আন্দোলনে যে ভূমিকা তাঁরা নিয়েছিলেন—সেই আন্দোলনের পথই নারী-মুক্তির পথপ্রদর্শক।

আলেকজান্দ্রা কলনটাই, ইনেসা আরমান্দ, লেনিনপত্নী নাদেজাদা ক্রুপস্কায়া ১৯১৯ সালে উইমেন্স ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত করে নারী শ্রমিকদের বিপ্লবমুখী করে তোলেন। বর্তমানে রাশিয়ায় বিপ্লবের কথা শোনা না গেলেও এবং নারীদের অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো না হলেও নারীমুক্তির ভিত্তি তাঁরাই তৈরি করে দিয়েছিলেন। রুশ বিপ্লবের সঙ্গে নারীর লড়াই ঐতিহাসিক বিপ্লবের গৌরবে গৌরবান্বিত। অক্টোবর বিপ্লবে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং রাজনীতিতে নীতিনির্ধারণে তাদের প্রাধান্য রাজনীতির তাগিদেই গড়ে উঠেছিল। এই বিপ্লব রুশ নারীকে শিখিয়েছিল—সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, তাদের জীবনে শিক্ষার ভূমিকা, নারীকে গৃহস্থালীর কাজ থেকে মুক্ত হবার মানসিকতা এবং রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'বার সাহস। তাই অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে বর্তমান মহিলা সমাজ মুক্তির আন্দোলন এগিয়ে যেতে পারবে না। এই আন্দোলনের নেত্রী এবং শ্রমিক মহিলারা যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন—তাকে অবলম্বন করেই আগামী দিনের নারী মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী : চারুচন্দ্র দত্ত

—দুয়ের পাতার পর

ব্রজেন শীল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চারুচন্দ্রের পরিচয় হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আই.সি.এস হয়ে বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বই), সিন্ধুপ্রদেশে উচ্চপদে প্রশাসনিক কর্মে নিযুক্ত হন। এরপর তিনি আমেদাবাদ, বিজাপুর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনের উচ্চপদে কাজ করেন। কর্মস্থলে চারুচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেন। বোম্বাইয়ের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট হন চারুচন্দ্র। পরে জজ পদে নিযুক্ত হন। এত উচ্চপদে কর্মরত থাকলেও তিনি ছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ। দেশসেবা ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য তিনি 'জনসেবা সংঘ' এবং 'শিল্প' ও 'ব্যায়াম' কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

আই.সি.এস চারুচন্দ্রের অন্য পরিচয় ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গোপনচক্রে 'ত্রয়ী' নেতার তিনি ছিলেন অন্যতম একজন। অন্য দুই বিপ্লবী নেতা হলেন অরবিন্দ ঘোষ ও সুবোধ মল্লিক। গোপনে কাজকর্ম করার সময় ১৯০২-০৩ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে চারুচন্দ্র দলবদ্ধভাবে অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, গণেশ দেউস্করের সঙ্গে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করেন। তিনি 'ভবানী মন্দিরের' পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। চারুচন্দ্র উচ্চপদে চাকুরিতে যুক্ত থাকলেও গোপনে বিপ্লবীদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করতেন।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হন। ব্রিটিশ প্রশাসন জানতে পারেন অরবিন্দ তথা বিপ্লবী দলের সঙ্গে চারুচন্দ্রের যোগাযোগ আছে। কিন্তু তা প্রমাণিত না হওয়ার জন্য চারুচন্দ্রকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় না কিন্তু তাঁকে নিজ গ্রাম মেড়ালে অন্তরীণ থাকতে হয় দু'বছর।

দু'বছর অন্তরীন থাকার পর চারুচন্দ্র বোম্বাইয়ে পূর্বের চাকরি জজিয়তিতে পুনরায় যোগদান করেন। বিপ্লবী গুপ্ত সংস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডের বিচারসভায় বিচারক ছিলেন চারুচন্দ্র। দার্জিলিং-এ এনড্রু সাহেবকে হত্যার পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন চারুচন্দ্র। ওই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এই ব্যর্থতার দায়িদায়িত্ব তিনি নিজেই বহন করেছেন। বিপ্লবীদের সবরকম সুরাহার ব্যবস্থা তিনি গোপনে করেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি বজায় রেখেও স্বদেশের কাজকর্মে অংশগ্রহণ ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা এ রকম ঘটনা ইতিহাসে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে চারুচন্দ্র চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চারুচন্দ্রকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে তা পালন করেন। তাঁকেই 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর প্রথম রচয়িতা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর চারুচন্দ্র এই পত্রিকায় 'পুরানো কথা' নামে আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। এই আত্মজীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে চারুচন্দ্রের বিপ্লবী জীবনের কথা ও দেশের জন্য তাঁর আন্দোলনের কথা জানতে পেরে দেশবাসী বিস্ময়ে অভিভূত হন।

১৯৩১-৩৮ খ্রিস্টাব্দে চারুচন্দ্র শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ছিলেন। তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন পাঁচ বছর। প্রশাসক চারুচন্দ্র শিক্ষাবিদ হন। শুধু তাই নয়, তিনি রীতিমতো সাহিত্যচর্চা করেছেন। লিখেছেন উপন্যাস, গল্প, ছোটদের বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পরসিক সাহিত্যিক সম্পর্কে লিখেছেন—"তাঁর গল্পে থাকে 'নিরাসক্ত ঔৎসুক্য' তথা 'কৌতূহলের উৎস থেকে' জাত কৌতুক-ফেনিল মনের পরিচয়।" তাঁর 'দুনিয়াদারী' গল্পগ্রন্থের কোনো গল্পেই একটুও বিলিতি গন্ধ নেই। তাঁর রচিত 'কৃষ্ণরাও', 'দেবারু', 'মায়ের আলাপ' বইগুলিও গল্পরসে সমৃদ্ধ। তাঁর 'পুরানো কথা' নামক এমন নিরাসক্ত আত্মস্মৃতি বাংলা ভাষায় খুব কমই লেখা হয়েছে।

১৯৪০-এ চারুচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 'রামদাস ও শিবাজী' নামে বক্তৃতা দেন। তাঁর সুচিন্তিত বক্তৃতা শুনে সেই সময়ের পণ্ডিত ও চিন্তাবিদগণ তাঁকে সংবর্ধিত করেন। স্বদেশপ্রেমিক ও সাহিত্যিক চারুচন্দ্র শেষের দিকে পারমার্থিক জীবনে আগ্রহী হয়ে পড়েন। শ্রীঅরবিন্দ-র জীবনধারা তাঁকে প্রভাবিত করে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল ধ্যানধারণার প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন।

১৯৪৬-এ চারুচন্দ্র অরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করেন। সেখানে তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক ও গঠনমূলক কাজ করেন। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন পুস্তক লেখেন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চারুচন্দ্র বিপ্লবী সংগঠনকে সাহায্য করেছেন একথা অনেকেই জেনেছেন। কিন্তু তিনি যে গরিব-দুঃস্থ মানুষদের অকাতরে অর্থ দান করতেন একথা তিনি বেঁচে থাকাকালীন সকলের অগোচরে ছিল। একদিকে শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন ও অপরদিকে দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করায় তিনি দক্ষিণদামোদরে শ্রদ্ধার আসনে আজও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি এই দেশপ্রেমিকের মৃত্যু হয়। মেড়াল গ্রামেই জন্মে হয়েছিল নৌবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বলাইচাঁদ দত্তের। এই মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্ধমান তথা রায়নার গৌরব চারুচন্দ্র দত্ত। দুই বিপ্লবীর স্মৃতি-বিজড়িত মেড়াল গ্রামের মানুষ আজও তাঁদের জন্য গর্ববোধ করেন।

তথ্যসূত্র :
১) সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান / সম্পাদক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অঞ্জলি বসু
২) বর্ধমানের বড় মানুষ / সুধীরচন্দ্র দাঁ
৩) বর্তমান, ২৯.০৬.০৬— বর্ধমান থেকে মুদ্রিত।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

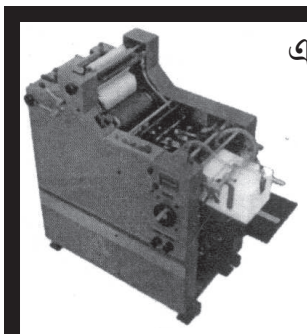

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

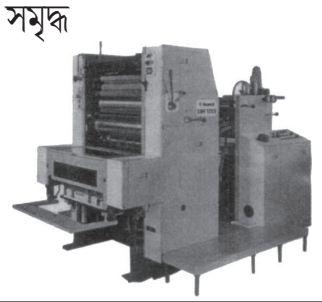

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা